ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২০৮৬
আগরতলা,০৫ সেপ্টেম্বর,২০১৮

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিকভাবে সুশিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

একজন দায়িত্ববান শিক্ষক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। এজন্য দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিকভাবে সুশিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে। তবেই শিক্ষক দিবস পালন সার্থক হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত ৫৭তম রাজ্যভিত্তিক শিক্ষক দিবসের উদ্বোধন করে এ কথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তার ভাষণে সর্বপ্রথমে জাতীয় শিক্ষক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনাণ ও শিক্ষক সমাজের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি সংবর্ধনাপ্রাপ্ত গুণী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেন ও অভিনন্দন জানান। শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষক সমাজ যদি আন্তরিকভাবে চান তাহলে তারা সমাজকে আমূল বদলে দিতে পারেন। কারণ, দেশ ও জাতি গঠনে শিক্ষকের ভূমিকার কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ছাত্রদের মধ্যে ভালো ব্যবহার, আচার-আচরণ তৈরি করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সর্বাগ্রে সমাজের কথা চিন্তা করতে হবে। সমাজ যদি সুন্দর হয় তবেই আদর্শ দেশ বা রাজ্য গড়ে উঠতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যের আয়তন খুব ছোট, সুতরাং রাজ্যে দূরবর্তী স্থান বলে কোন স্থানকে মনে করা ঠিক হবে না। তাই শিক্ষকদের নিজের কর্মস্থলকে মনে প্রাণে ভালবাসতে হবে। তবেই শিক্ষা প্রদানে শিক্ষকরা উৎসাহিত হবেন। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যে যেখানে রয়েছেন সেখানে সঠিকভাবে শিক্ষা প্রদানের আবেদন রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ত্রিপুরার মহারাজাদের স্মরণীয় অবদানের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বহুকাল আগে থেকেই ত্রিপুরার রাজা মহারাজারা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ শুরু করেছিলেন। বর্তমানে রাজ্য সরকারও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে সৈনিক স্কুল, নবোদয় বিদ্যালয়, ট্রিপল আই টি, নতুন ৪টি বি এড কলেজ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহদানের লক্ষ্যে এ বছর থেকে চীফ মিনিস্টার স্টেট অ্যানুয়েল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নবম শ্রেণীতে পাঠরত সকল ছাত্রীদের বাইসাইকেল প্রদান করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য ২০১৯ সাল থেকে রাজ্যে এন সি ই আর টি-র সিলেবাস চালু করা হবে। এই সিলেবাস চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে পারবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তারা যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি এবং সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রতি সমানভাবে আন্তরিক হন। তাহলেই কোনও বিদ্যালয়কেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে দূরে বলে মনে হবে না। মুখ্যমন্ত্রী সমাজ ও সমস্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

২য় পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। কারণ নেশার কারণে অনেক যুবক-যুবতীর এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে। কোন দেশ বা রাজ্যকে ধ্বংস করতে নেশা অন্যতম দায়ী বলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রতিদিন স্কুলের প্রার্থনা সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের নেশার কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। বিগত সরকারের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যকে নেশার করিডোর বানিয়ে রাজ্যের যুব শক্তিকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করা হয়েছিল। নেশার কারণেই রাজ্যে নারী নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার নেশামুক্ত রাজ্য গড়ার সংকল্প নিয়েছে। এ কাজে শিক্ষকসহ সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য বানানোর জন্য শিক্ষকদের মেধাশক্তিকে আরোও উজার করে দেওয়ার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ বলেন, শিক্ষকরা হলেন জাতির মেরুদন্ড। তারাই দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুশিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার কাজ করেন। মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহমর্মিতা থাকলেই সমাজের জন্য কিছু করা যেতে পারে। আজ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমার মা মহারাণী তুলসীবতি সম্মাননা পাওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথির ভাষণে রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, সারাদেশে এমনকি বিদেশেও ডা. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তাঁর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে বিগত দিনে আমাদের রাজ্যে শিক্ষক দিবস পালন করা হলেও এবারের শিক্ষক দিবস উদযাপন নতুন বাতাবরণ তৈরি করেছে। বর্তমানে রাজ্যে শিক্ষার অগ্রগতি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। সাক্ষরতার নিরিখে আমাদের রাজ্য দেশের মধ্যে ভালো অবস্থানে রয়েছে, এজন্য আমরা সকলেই গর্ববোধ করি। তিনি বলেন, বীরচন্দ্র মানিক্যের শাসনকালেই শিক্ষাক্ষেত্রে মেধার সম্মাননা জানানো হয়েছিল। বর্তমান রাজ্য সরকারও শিক্ষার ক্ষেত্রে মেধার সম্মাননা জানানোর জন্য বিভিন্ন পুরস্কার চালু করেছেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, আজকের দিনটি শিক্ষক সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যে মেধাশক্তি রয়েছে তাকে বের করার দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নেওয়ার জন্য আহ্বান রাখেন শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে না ভেবে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য সকল স্তরের শিক্ষকদের নিকট আবেদন রাখেন শিক্ষামন্ত্রী। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, বুনিয়াদি শিক্ষার অধিকর্তা অমিত শুক্লা এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রমিলা সিনহা ও ডা. ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আজ জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ৫৭তম রাজ্য ভিত্তিক শিক্ষক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষিক-শিক্ষিকাগণ বাংলা এবং ককবরকে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মধ্যশিক্ষা অধিকর্তা ইউ কে চাকমা।

৩য় পাতায়

এরপর শিক্ষক দিবসের স্মরণিকা 'শিক্ষা সমাচার'-এর আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে দুজন শিক্ষাবিদ ও গবেষককে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মান-২০১৮ প্রদান করা হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রশাসক ড. জি এন চ্যাটার্জীকে মরণোত্তর এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। তাঁর পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. জগদীশ গণচৌধুরীও এবারের পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মান পেয়েছেন। নব ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের শিক্ষা প্রসারের অবদানকে সম্মান জানাতে এ বছরই চালু করা হয় তাঁর নামাঙ্কিত সম্মাননা। এই বছর এই সম্মাননা মরণোত্তর প্রদান করা হয় রাজ্যের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী শ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে। তাঁরপক্ষে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতি বনলক্ষ্মী ত্রিপুরা ও কন্যা শ্রীমতি অজিতা ত্রিপুরা। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে মহারাণী তুলসীবতির অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে এইবারেই চালু করা হয় মহারাণী তুলসীবতি সম্মান-২০১৮। বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী মহারাজকুমারী কমলপ্রভা দেবীকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। মহারাজকুমারীর পক্ষে এই সম্মান গ্রহণ করেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদানের জন্য এই বছর থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর নামানুসারে সম্মাননা প্রদান করা শুরু হয়েছে। কৈলাসহরের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী 'জানকী দেবী' নামাঙ্কিত এই সম্মাননা এ বছর গ্রহণ করেন শ্রীমতি প্রমিলা সিনহা। এছাড়া, শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্যের ৩১জন অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শিক্ষক সম্মান-২০১৮ প্রদান করা হয়। সম্মাননা হিসাবে তাঁদের শাল, মানপত্র, স্মারক, বই এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য রাজ্যের বাছাই করা ১১টি বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সংবর্ধনাপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষে অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষিকা শ্রীমতি প্রমীলা সিনহার উদ্দীপনাময় বক্তব্য সবাইকে মোহিত করে। এছাড়াও খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, মিড-ডে-মিলের সফল রূপায়ন ইত্যাদি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ৯টি বিদ্যালয়, একটি মহাবিদ্যালয় এবং টি আই টি-কে পুরস্কার প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রীসহ অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিগণ।

*****